তারিখঃ ১৫ আশ্বিন ১৪২৮
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১খ্রিঃ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ,

শিরোমনি, খুলনা।

বিষয়ঃ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কমিটির প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক জানাচ্ছি যে, বাকেশি অফিস আদেশ নম্বর-১৪.৩৭.০০০০.১০১.১৮.০০৪.১৩.২১৪২ তারিখঃ ১৬ আগস্ট ২০২১ মোতাবেক ০৫ (পাচঁ) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গত ০১-০৯-২১ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কমিটির সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন (০২ পাতা) অত্রসাথ সংযুক্ত করে দাখিল করা হলো।

শ্রদ্ধান্তে,

30.9.21

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা
ও
টিম প্রধান, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

বাংলাদেশ কেবল্ শিল্প লিমিটেড
প্রাপ্তি নং-১২৪৩ তারিখ-১২/১০/২১
মন্তব্য :
GM (Admin)
M (CO)
১২/১০/২১
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ, খুলনা।

বিষয়ঃ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কমিটির প্রতিবেদন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অনুসারে শুদ্ধাচার চর্চা ও বাস্তবায়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ০১-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০-৩০ ঘটিকায় বাকেশি সভাকক্ষে সংশ্লিষ্ট কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটিঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	কমিটিতে আবস্থান
১	মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা	টিম প্রধান
২	বেগ মুকিত হোসেন, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	সদস্য
৩	মাহমুদুল আলম,ব্যবস্থাপক (উৎপাদন পরিকল্পনা)	সদস্য
৪	মুরাদ হোসাইন, ব্যবস্থাপক (কল্যাণ)	সদস্য
৫	আজহারুল ইসলাম,হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (বিল)	সদস্য-সচিব

আলোচনাঃ

বাকেশি একটি উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান। তাই উৎপাদনের ধারাবাহকিতা বজায় রাখার জন্য সাধারণ পালাসহ 'ক', 'খ' এবং প্রয়োজনে 'গ' পালায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ডিউটি করেন। বাকেশি ক্যান্টিনে টিফিন ও দুপুর/রাতের খাওয়ার জন্য প্রত্যেক পালায় সময় নির্ধারিত আছে। প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করাসহ নির্দিষ্ট সময়ের আগে ও পরে টিফিন ও দুপুর/রাতের খাবার খাওয়া হচ্ছে এবং ইনপাঞ্চে প্রতিদিনই গ্রেস টাইম থাকায় অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দেরীতে প্রতিষ্ঠানে আসেন। এ সকল কারণে প্রতিদিনই অনেক কর্মঘন্টা নষ্ট হচ্ছে। এতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার কাজ সঠিক সময়ে সম্পাদন বিঘ্নিত হচ্ছে এবং প্রতিদিনই গ্রেসটাইম থাকায় অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাপ্তাহিক ৪৪ (চুয়াল্লিশ) কর্মঘন্টা পূরণ হচ্ছে না। যেহেতু প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ বা শাখাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদনের সাথে জড়িত তাই উৎপাদনের উপরেই এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এজন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী টিফিন ও দুপুরের/রাতের খাবার খাওয়ার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকা এবং ইনপাঞ্চে গ্রেস টাইম এর দিনের সংখ্যা কমিয়ে আনা জরুরী।

খুলনাস্থ ও খুলনার বাইরে প্রায় সব ধরণের উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানের গেট প্রয়োজন ছাড়া সার্বক্ষণিক বন্ধ থাকে এবং গেটগুলো দিয়ে অবাধে যাতায়াত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু বাকেশি একটি স্বনামধন্য উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান হওয়া স্বত্ত্বেও এখানে এ বিষয়টি উপেক্ষিত। এখানে পকেট গেটগুলো দিনের বেলায় সার্বক্ষণিক খোলা থাকে। যার ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিনা অনুমতিতে অবাধে বাইরে যাতায়াত করছে। এছাড়াও বহিরাগত লোকজন হঠাৎ করে বাকেশিতে ঢুকে পড়ছে এবং এতে কারখানাসহ আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ডিউটি চলাকালীন বিনা অনুমতিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবাধে যাতায়াত করা স্বত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা শাখা হতে লিখিত রিপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে না। উক্ত রিপোর্ট ছাড়া অবাধে যাতায়াতকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। এ সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা) ও নিরাপত্তা প্রহরীদের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অনুসারে শুদ্ধাচার চর্চা ও বাস্তবায়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাকেশিতে চাকুরিরত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অত্র প্রতিষ্ঠান হতে সেবাপ্রত্যাশী/সেবাগ্রহীতাদের নিকট হতে সহজে এবং কম সময়ে মতামত ও অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কমিটির সকল সদস্যের নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল তাদের কাছে সহজলভ্য করা দরকার।

সুপারিশঃ

১। বাকেশির অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত সেবাপ্রত্যাশী/সেবাগ্রহীতাদের (ক্রেতা, ঠিকাদার) নিকট হতে সহজে এবং কম সময়ে মতামত বা অভিযোগ (তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখা সাপেক্ষে) গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কমিটির সকল সদস্যের নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল একটি নোটিশ আকারে মার্কেটিং শাখাসহ অন্যান্য বিভাগ/শাখায় প্রদান ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি ফলকসমূহে লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২। টিফিন ও দুপুর/রাতের খাওয়ার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরপরই মেইন গেট থেকে বেল বাজিয়ে ক্যান্টিনে উপস্থিত সকলকে সতর্ক করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৩। ইনপাঞ্চের ক্ষেত্রে প্রতিমাসে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিন গ্রেস টাইমের বিধান রেখে অফিস আদেশ জারী করা যেতে পারে এবং আদেশ ভঙ্গকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪। বাকেশির গেটগুলো নিরাপত্তা শাখা কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মেইন গেট ও পকেট গেটগুলো প্রয়োজন ছাড়া সার্বক্ষণিক বন্ধ রাখতে হবে এবং সাময়িক ছুটির ফর্ম ব্যতিত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বাইরে যেতে দেয়া যাবে না। বিনা অনুমতিতে যাতায়াতকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা শাখা হতে লিখিত রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি আরও জোরদার করা যেতে পারে।

30/09/21
(আজহারুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা (বিল)
ও
সদস্য-সচিব, সংশ্লিষ্ট টিম

(মুরাদ হোসাইন)
ব্যবস্থাপক (কল্যাণ)
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট টিম

(মাহমুদুল আলম)
ব্যবস্থাপক (উৎপাদন পরিকল্পনা)
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট টিম

(বেগ মুকিত হোসেন)
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট টিম

30-9-21
(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা
ও
টিম প্রধান, সংশ্লিষ্ট টিম